দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... APR. 4 1999
পৃষ্ঠা ৭১ কলাম ৫

118

প্রাথমিক শিক্ষার নীতিমালার পরিবর্তন চাই

এই বাক্যটি সর্বজনবিদিত যে, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। তাই জাতির উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নেই। এই জাতিকে উন্নতির দারপ্রান্তে পৌছতে হলে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে। তাই সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে এবং ২০০৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এই অঙ্গীকার তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন সরকারী নীতিমালার পরিবর্তন করা হবে। এ প্রসঙ্গে নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন সোনারগাঁও থানার অন্তর্গত কাঁচপুর ইউনিয়নের খালপাড় চেংগাইন, কাশিপুর, বড়ভিটা, হাটখোলাভিটা ও গোহালিভিটা গ্রামগুলোর বাস্তব চিত্র তুলে ধরছি। এই গ্রামগুলোতে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই এবং শিক্ষার হার এই গ্রামগুলোতে একেবারে সর্বনিম্নে। আমি ১৯৯৬ সালে এই গ্রামগুলোকে নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিই এবং এলাকাবাসী জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যদিয়ে ১৯৯৬ সালে এ এলাকায় একটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু জমিদাতারা শর্তারোপ করেন– বিদ্যালয়টি তাদের মনোনীত ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমরা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তাদের শর্ত মেনে নিয়ে বিদ্যালয়টির নামকরণ করি খালপাড় চেংগাইন মুন্সি নবু মিয়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এই নামে জমিদাতারা জমিটি রেজিস্ট্রিও করে দেন। প্রায় ১টি বছর (১৯৯৭) গ্রামবাসীদের সহায়তায় বিদ্যালয়টি পরিচালিত হওয়ার পর আমি গত ১৯৯৭'র অক্টোবর মাসে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও চালুর প্রাথমিক অনুমতি চেয়ে উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা বিভাগ, ঢাকার নিকট আবেদন করি। আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে আমাকে ১০/৫/৯৮ তারিখে জানানো হয়, সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠাতা তার মনোনীত ব্যক্তির নামে